ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি কলরবকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইসলামী সংগীত পরিবেশক দল ‘কলরব’ এখন আর শুধু সংগীতের নাম নয়, বরং এক চরম বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার অভিযোগ করছে, কলরবকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শত শত কোটি টাকার এক দুর্নীতির সাম্রাজ্য।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে মরহুম আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যানের মধ্যে আইনুদ্দীন আল আজাদের স্ত্রী উম্মে হাবিবা, শ^শুর গোলাম নবী, ছেলে গালিব বিন আজাদ, বড় মামা সাইফুল ইসলাম ও ছোট মামা শহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বড় ভাই মোঃ শামসুল আলম বলেন, কলরব তার ভাইয়ের হৃদয়ের সংগঠন ছিল, যেটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গড়ে তুলেছেন নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে। কিন্তু আজ সেই সংগঠনটি অফিস বয় বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাতে পড়ে লুটপাটের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর মোবাইল ফোনে কলার টিউন ও রিং ব্যাক টিউন হিসেবে কলরবের গজল ব্যবহারে বিপুল অর্থ আয় শুরু হয়, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের কাছে সে আয়ের কোনো হিসাব কখনোই আসেনি। বরং কৌশলে সংগঠনের সমস্ত আয় এবং মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন বদরুজ্জামান। এমনকি প্রতিষ্ঠানের নামে আসা স্পন্সর, অনুদান, কনটেন্ট আয়ের সমস্ত কিছুই জমা হয় এখন তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ‘হলিটিউন’-এর নামে।

সংবাদ সম্মেলনে তার স্ত্রী উম্মে হাবিবা বলেন, তার সন্তানরা আজ এতিম। তারা কলরবের প্রতিষ্ঠাতার উত্তরসূরি হয়েও কোনো সম্মান, কোনো আর্কি সুবিধা তো দূরে থাক, বরং সবদিক থেকেই বঞ্চিত। অথচ যারা একসময় অফিস বয়ের দায়িত্বে ছিলেন, তারা এখন একের পর এক ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রোডাকশন হাউজের মালিক।

সংবাদ সম্মেলনে আজাদের পরিবার দাবি করে, কলরবের বর্তমান নির্বাহী পরিচালক বদরুজ্জামান এবং প্রধান পরিচালক রশিদ আহমদ ফেরদৌস শুধু সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ করেননি, বরং প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি, শ্রম ও সুনামকেও ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পেছনে। সংগঠনের ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের নাম বদলে ‘হলিটিউন’ করে ফেলা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু গোপনই নয়, বরং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অন্যান্য সদস্যদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছে মাসোহারা, উপহার এবং হুমকির মাধ্যমে।
আজাদের পরিবারের ভাষ্য, কলরব প্রতিষ্ঠার সময় যারা ছিলেন, তাদের অনেকেই আজ সংগঠন থেকে বিদায় নিয়েছেন, কেউ কেউ চুপ থাকেন নিরুপায় হয়ে। যারা প্রশ্ন তুলেছেন, তারা একে একে বহিষ্কৃত হয়েছেন। অথচ সংগঠনের আয় বছরের পর বছর ধরে বেড়েছে মোবাইল ফোন কোম্পানি, কর্পোরেট স্পন্সর, ইউটিউব এবং ফেসবুক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। এসব থেকে সংগঠনের তেমন কোনো স্থায়ী সম্পদ তৈরি না হলেও বদরুজ্জামান ও তার ঘনিষ্ঠজনরা হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক, যা তদন্ত করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০০৪ সালে ইসলামী শিল্পীগোষ্ঠি ‘কলরব’ প্রতিষ্ঠা করেন আইনুদ্দীন আল আজাদ। ২০১০ সালে তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে কলরব শিল্পীগোষ্ঠি বদরুজ্জামান ও রশিদ আহম্মেদ ফেরদৌস পরিচালনা করে আসছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কথা ছিল শিল্পীগোষ্ঠি কলরব থেকে উপার্জিত অর্থ তার পরিবারকে প্রদান করা হবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি আয় হলেও আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবারকে কিছুই দেওয়া হয় না। উপরন্ত জালিলয়াতির মাধ্যমে শিল্পীগোষ্ঠি সমস্ত সম্পদ নিজেদের নাম করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, শিল্পীগোষ্ঠি কলরবের অফিস বয় বদরুজ্জামান ইউটিউব, ব্রাইট সলিউশন মাল্টিমিডিয়া লিমিডেট ও হলি টিউনসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ঢাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, প্রবাসি সিটি, হেলিকপ্টারসহ গ্রুপ অব কোম্পানীর শীর্ষ শেয়ারদারী মালিক। অথচ আইনুদ্দীন আল আজাদের পরিবার আজ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন, স্ত্রী ও সন্তানরা আর্থিক কষ্টে ভুগছেন।

ঝিনাইদহে উলামা মাশায়েখ ও শুরায়ী নেজাম তাবলীগের সংবাদ সম্মেলন

টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় বর্বরোচিত হামলা ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলার উলামা মাশায়েখ ও শুরায়ী নেজাম তাবলীগের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা মারকায মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ঝিনাইদহ জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি আরিফ বিল্লাহ কাসেমী বলেন, গত ১৭ ডিসেম্বর রাতে সারাদেশ থেকে জড়ো হওয়া সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা টঙ্গী কামারপাড়া ব্রীজের উত্তর পশ্চিমে কোণের টিনের গেট ভেঙ্গে আমাদের ঘুমন্ত, তাহাজ্জুদ নামাজরত সাথীদের উপর ছুরি, রামদা, হকিস্টিক, বাঁশের লাঠি নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ৪ জন সাথীকে শহীদ করে। শত শত সাথীকে আহত করে এবং অনেক কে গুম করে। দুইজনকে গলা কেটে হত্যা করে। এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত আমাদের সাথীদের উপরেও হামলা চালায়।

ইতিপূর্বে ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর এই সাদপন্থী সন্ত্রাসীরা দিনের হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক সাথীকে আহত ও পঙ্গু করেছিল। তারা সেদিন বিশ্ব ইজতেমাকে ভন্ডুল করতে চেয়েছিল। এবারও তারা ইসরাইলের মোসাদ এবং ভারতের ‘র’ এর নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ইজতেমাকে ভন্ডুল করার জন্য কৌশল পরিবর্তন করে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায়। তারা রাতের অন্ধকারে হামলা চালাবে এটা তাদের আগে থেকে পরিকল্পনা করা ছিল। গত ৭ ডিসেম্বর হামলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মাল-সামানা বিশেষভাবে উপর নীচের সামিয়ানা, টর্চলাইট, হ্যান্ডমাইক, শুকনা চিড়া-মুড়ি সাথে নিয়ে আসবেন বলে তার ঘোষণা দেয়। আমরা আজ পর্যন্ত কখনো শুনি নাই ইজতেমার ময়দানে টর্চলাইট ও হ্যান্ডমাইকের প্রয়োজন হয়। ২০১৮ সালের এবং ২০২৪ সালের হামলা ও হত্যাকান্ড একইসূত্রে গাঁথা।

শুধু সময়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। প্রয়োজনে তারা এই হামলা এবং এই হত্যাকান্ড বার বার ঘটাবে। লেবাসধারী মুসলমান থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে দ্বীন থাকবে না। এই চক্রন্ত বস্তবায়নের জন্য তারা

অর্থের বিনিময়ে আজ মাঠে নেমেছে। বাংলাদেশকে তারা প্রথম টার্গেট করেছে। কারণ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় ইজতেমা হয়। বাংলাদেশের মানুষ অধিক পরিমাণে তাবলীগ করে। তাবলীগকে পছন্দ করে। এই দেশের ইজতেমাকে বন্ধ করতে পারলে, ধ্বংস করতে পারলে পুরা বিশ্বে এর প্রভাব পড়বে। যারা মুসলমান হয়ে বিনা কারণে আরেক মুসলমান ভাইকে আঘাত করে, ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে, জবাই করে হত্যা করে তারা কখনই ইসলামের দাওয়াত দিতে পারে না, তারা দাওয়াতের মেহনত করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না, তারা খুনী সন্ত্রাসী। আবারো বলছি তারা খুনী সন্ত্রাসী, তাদের হিংস্রতা, বর্বরতা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেশে-বিদেশে ইসলাম, মুসলমান এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট করছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুর রউফ, কে.সি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহীনুর ইসলাম, ডাকবাংলা আব্দুর রউফ ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ওলিয়ার রহমান, ওজোপাডিকো ঝিনাইদহ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল জলিল কে অনতিবিলম্বে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ঝিনাইদহ জেলা হতে ডা. আব্দুর রউফের নেতৃত্বে টঙ্গী ময়দানে হামলায় অংশগ্রহণকারী সাদপন্থী খুনী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন তাবলীগের সাথী আলমগীর হোসেন, মোঃ আব্দুল হামিদ আব্দুল, আব্দুল করিম, আব্দুস সালাম ও এলাকার সাবেক কাউন্সিলর মোঃ আক্তারুজ্জামান।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটি বাতিল দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটি বাতিল ও ওসমান আলী বিশ্বাসকে কৃষকদলের সকল পদ থেকে অপসারণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জেলা,

উপজেলা ও পৌর কৃষকদলের পদত্যাগ কারী নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এ সংবাদ সম্মেলন করেন পদত্যাগ কারী নেতাকর্মীরা।
সেসময় লিখিত অভিযোগটি পাঠ করেন, ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের যুগ্ম-আহবায়ক হাফিজুর রশিদ (স্বপন)।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদল সদর উপজেলা ও পৌর শাখার আহবায়ক কমিটি ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া ত্যাগি নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে দীর্ঘদিন যারা রাজনীতির সাথে নেই এমন ব্যক্তিদেরকে কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আনা হয়েছে। যেটা দলের জন্য ক্ষতির কারণ। এই কমিটি যিনি অনুমোদন করেছেন তিনি একক সিদ্ধান্তে নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন এবং তার ব্যক্তিগত কর্মচারীদের এই কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

অভিযোগে আরও বলেন, কেন্দ্রীয় কৃষকদলের নির্বাহী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মোঃ ওসমান আলী বিশ্বাস অর্থের বিনিময়ে এ সকল পদ বেচাকেনা করেছে। আমরা এই কমিটির বাতিল চাই এবং ওসমান আলী বিশ্বাসের অব্যাহতি চাই।

এছাড়াও অভিযোগে আরও বলেন, আমাদের নেতা বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবসময় বলেন, এক নেতার এক পদ কিন্তু ওসমান আলী বিশ্বাস একাই ৫টি পদ দখল করে আছেন। সেসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা কৃষকদলের যুগ্ম-আহবায়ক লাবলুর রহমান (বাবলু), কামাল হোসেন, আব্দুর রউফ, জেলা কৃষকদলের সদস্য আবু জাফর ও পৌর কৃষকদলের যুগ্ম-আহবায়ক শহীদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা। সংবাদ সম্মেলনে জেলা, উপজেলা ও পৌর কৃষকদলের ৯০ জন নেতাকর্মী পদত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর দেশের ৬৩টি জেলায় কৃষকদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হলেও ঝিনাইদহে পালিত হয়নি। এমনকি ১৪ ডিসেম্বব বুদ্ধিজীবি দিবস ও মহান বিজয় দিবস পালন করেনী বলেও অভিযোগ করেন তারা।

দামুড়হুদায় ন্যায় বিচারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় ন্যায় বিচারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে সদর ইউনিয়নের পার দামুড়হুদা গ্রামের ফকির মোহাম্মদ । আজ বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের পার দামুড়হুদা গ্রামের মৃত আব্দুল আলীমের ছেলে ভুক্তভোগী ফকির মোহাম্মদ। এসময় সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে জাহিদুল (৩২) একজন দূর্বৃত্ত ও প্রতারক। সে আমার দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ কৃষি কাজে লেবার দেয়। সেই সুবাদে বিগত আনুমানিক ০৬ মাস পূর্বে গরু কিনবে বলে আমার নিকট থেকে ধারস্বরূপ ১৫,০০০/-(পনেরো হাজার) টাকা, ২য় ধাপে পানির পাম্প কিনবে বলে ১৪,০০০/-(চৌদ্দ হাজার) টাকা, ৩য় ধাপে আবারও ৪,০০০/-(চার হাজার) টাকা এবং ৪র্থ ধাপে আমার জমির আখ বিক্রয়ের ১৭,০০০/-(সতেরো হাজার) টাকাসহ মোট ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ধারস্বরূপ গ্রহণ করে। উক্ত টাকা গ্রহণ করার পর আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে ও কৃষি কাজে লেবার দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে আমি উক্ত দুর্বৃত্ত এর নিকট আমার পাওনাকৃত টাকা ফেরত চাইলে দুর্বৃত্ত বলে তাহার গরু বিক্রয় করে আমার পাওনাকৃত সমুদয় টাকা পরিশোধ করবে বলে অঙ্গিকার করে। কিন্তু উক্ত দুর্বৃত্ত আমার টাকা পরিশোধ না করে আজ কাল করে বিভিন্ন ধরণের তালবাহানা করতে থাকে ও ঘুরাইতে থাকে।

গত ১৩/১১/২০২৪ তারিখ রোজ শুক্রবার আমার টাকা দেওয়ার দিন থাকায় ঐ দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ টার সময় আমি দুর্বৃত্তের বাড়িতে গিয়ে আমার পাওনাকৃত টাকা চাইলে দুর্বৃত্ত হিসাব নিকাশে ভুল আছে বলে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দেয় এবং আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করতে করতে আমার পরণে থাকা জ্যাকেটের কলার চেপে ধরে তার ভাইদের ডাকাডাকি করতে থাকে। তারপর দুর্বৃত্তের ভাইসহ আশে পাশের লোকজন লাঠি নিয়া দৌড়ে আসলে তখন আমি প্রাণে বাঁচার লক্ষ্যে তাকে

ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল হতে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে উক্ত দুর্বৃত্ত আমার টাকা পরিশোধ করবে না বলে আমার নামে গত ১৫/১১/২০২৪ তারিখে বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ করে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আমার টাকা ফেরত না দেওয়ার পায়তারায় লিপ্ত হয়েছে দুর্বৃত্ত জাহিদুল। আমি সাংবাদিক মহলের মাধ্যমে বলতে চাই, আমার পাওনাকৃত ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফেরত চাই। কারণ আমি তাহার উপকারের জন্য টাকা ধার দিয়েছি যা তাদের পরিবারের মানুষ জানতো। তা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলে আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়- স্বজনদেরকে সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছে। বিষয়টির সঠিক সমাধান হয় সেজন্য আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

আলমডাঙ্গায় জার্মানি প্রবাসীর সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে জীবন আহম্মেদ তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যে দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তিনি আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

লিখিত এ সংবাদ সম্মেলনে জীবন আহম্মেদ জানান, দীর্ঘ ১৩ বছর জার্মানি প্রবাস শেষে গত ৩ মাস আগে দেশে এসেছেন। তার বড় ভাই সাগর লিবিয়া প্রবাসী। তার বড় ভাইয়ের নামে ইটালি পাঠানোর নাম করে খেজুরতলা গ্রামের ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম রফি এলাকার অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে লিবিয়ায় পাঠিয়েছে। তাদের দুর্দশা-দুর্ভোগ সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। আমি তিন মাস আগে দেশে আসলেও তারা প্রায় ৯ মাস আগে বিদেশ যাবার জন্য রফির নিকট টাকা দেয় এবং তারা লিবিয়ায় যায় । আমি এবং আমার চাচি বেদেনা খাতুন সহ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃতি অর্থে রফি মেম্বার ওই সকল ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নিয়ে সাগরের সাথে লেনদেন করেছে। এ বিষয়ে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তার কেউই এই ঘটনার সাথে জড়িত নই।

বিষয়টি তদন্ত করলেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

এমতাবস্থায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনের জন্য প্রশাসনের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।

দামুড়হুদা ন্যায় বিচার পেতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ন্যায় বিচার পেতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রবিউল ইসলাম বাবলু’র পরিবার। আজ সোমবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রবিউল ইসলাম বাবলু’র ছোট ছেলে মোঃ মাসুম হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনী পাড়ার মোঃ আবুল কাশেম এর ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বাবলু বিগত অনুমান ০২ বছর পূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অন্তর্গত উক্ত নতুন পাড়ার মোঃ আমির বিশ্বাস এর ছেলে মোঃ জাকির (৪২) এর কাছ থেকে দামুড়হুদা থানাধীন পরানপুর গ্রামস্থ মাঠে ১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) টাকার বিনিময়ে ০৫ বিঘা পেঁপে বাগানসহ জমি লীজ গ্রহণ করে। টাকা ফেরত প্রদান করলে সে তার জমি ফেরত নিবে মর্মে অঙ্গিকার করে স্ট্যাম্পে লিখত করে দেন। কিন্তু হঠাৎ করে দুর্বৃত্ত জাকির চুক্তিনামা থেকে আরও ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বেশি দাবী করছে। আমার পিতা দিতে অস্বীকৃত জানালে দুর্বৃত্ত জাকির সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন দুর্বৃত্তরা আমাদের সামনে বলে টাকা না দিলে পেঁপে বাগান কেটে দেবো এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকজনের নিকট বলে বেড়ায় পেঁপে বাগান কেটে দেবো। এরই ধারাবাহিকভায় গত ইং ১১/০৬/২০২৩ তারিখ ভোর অনুমান সাড়ে ৬ টার দিকে আমার পিতা উক্ত পেঁপে বাগানে গেলে দেখতে পাই যে ০৪ বিঘা পেঁপে গাছ সব দুর্বৃত্তরা কেটে দিয়েছে। আমাদের পেঁপে গাছগুলিতে ধরন্ত ফল ছিল। এমতাবস্থায় আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি ভোরবেলা মর্নিং ওয়ার্ক করা বেশ কয়েকজন স্বাক্ষী দেখেছে দূর্বৃত্ত জাকির সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন

দুর্বৃত্তরা পেঁপে বাগান কেটে হাতে হাসুয়া নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন স্বাক্ষীদের মাধ্যমে জানতে পারি জাকির সহ অজ্ঞাতনামারা ফসল নষ্ট করে এই জঘন্যতম কাজ করেছে।

ইহাতে আমাদের প্রায় আনুমানিক- ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ঘটনার পর স্থানীয় পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল এসপি) জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার তখনকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার তদন্ত করে এর সত্যতা পায়। তখনকার আওয়ামী লীগের এমপি টগরের প্রভাব খাটিয়ে দূর্বৃত্ত জাকির হোসেন তখন পার পেয়ে যায়। তখন থেকেই জমি আমারা দখলে রেখে চাষাবাদ করছি। এই ঘটনা জাকিরের শ্বশুর জমির আসল মালিক দর্শনা মল্লিক পাড়ার (বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা মল্লিক পড়ায় বসবাসরত) মৃত শামছাদী মুহুরীর ছেলে মোঃ ছাবদার হোসেন এবং জাকিরের স্ত্রী ও ছাবদার হোসেনের মেয়ে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন সহ তাদের পড়িবারের সবাই সবকিছুই জানতো। সে সময় জমির মালিক ছাবদার হোসেন উক্ত জমি তার একমাত্র জামাই জাকির কে চাষাবাদের জন্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ০৩-০৯-২০২২ ইং তারিখে জাকির আমার পিতার কাছে উক্ত জমি বন্ধক দেয়। দীর্ঘ দিন জমির টাকা ফেরত না দেওয়ার কারনে মৌখিক ভাবে জানিয়ে নতুন করে ৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখে দামুড়হুদা উপজেলাধীন পরানপুর গ্রামের ঝড়ু মন্ডলের ছেলে মিন্টু ও রহমান এবং কাবিল হোসেনের ছেলে ইস্তা দেনাকে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় ভূট্টা চাষ করার জন্য লীজ প্রদান করি। কিন্তু জাকির ও তার শশুর ছাবদার উক্ত জমির বিষয়ে নিজের স্ত্রী ও মেয়ে মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন কে দিয়ে গত ০২/১১/২০২৪ ইং তারিখে চুয়াডাঙ্গায় একটি সংবাদ সম্মেলন করেন ঐ জমিতে নাকি জোর পূর্বক ভুট্টার চাষ হচ্ছে।

যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। আমাদের টাকা ফেরত না দেওয়ার পায়তারায় লিপ্ত হয়েছে জাকির ও তার শ্বশুর। তারা চাই আমাদের ১৪ লক্ষ টাকা ফেরত না দিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে টাকা বাদেই জমি ফেরত নিতে। মাসুম তার বক্তব্যে আরও বলেন, টাকা ফেরত না দিয়ে একের পর এক মিথ্যা অপপ্রচার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আমার পিতাকে শারিরীক ভাবে অসুস্থ করে তুলেছে। আমি সাংবাদিক মহলের মাধ্যমে বলতে চাই, আমার পিতার লীজ নেওয়া জমির ১৪ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়ে জাকির বা তার শ্বশুর তাদের জমি বুঝে নেন। আমরা আর তার জমি লীজে রাখতে চাইনা, টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফেরত নেন। কারন আমরা যখন জমি লীজ নিই তখন সব বিষয়ে তার শ্বশুর এবং তাদের

পরিবারের মানুষ জানতো। তা সত্ত্বেও তারা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ তুলে আমার পিতা আমার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজনদেরকে সমাজের মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করছে।

কাগজপত্র দেখে সঠিকভাবে যেন বিষয়টির সঠিক সমাধান হয় সেজন্য আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

কোটচাঁদপুরে বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। আজ শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের জালালপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেনের পিতা,মাতা,ভাই ও বোনেরা।

তিনি বলেন,কোটচাদপুর উপজেলার ৫৩ নং জালালপুর মৌজার জমিতে আমাদের পৈত্রিক বসত বাড়ি। ওই
জমিতে আমরা দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছি। বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের ওই বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে বিভিন্ন ধরনের বাহানা ও হুমকি ধামকি সহ মারপিটেরও ঘটনা ঘটিয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,ছবদুল বিশ্বাস ইতোমধ্যে আমাদের বসতবাড়ীর উত্তর পার্শ্বের ০৩ ফুট জমি দখল করেছেন। তৈরি করেছেন ওই দখল করা জমিতে গরুর ফার্ম। তিনি এখন ওই গরুর ফার্মের ময়লা আবর্জনা, গরুর মলমূত্র আমার বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় ফেলছেন। যাতে করে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছি আমরা। বিনস্ট হচ্ছে আমাদের ফলজ গাছসহ অনেক গাছগাছালি।

বিষয়টি নিয় পূর্বে বেশ কয়েকবার তাকে নিষের করা হয়েছে। তবে তিনি তা কর্ণপাত করেননি। এখন ছবদুল বিশ্বাস নির্দেশে তাঁর সহযোগী অহিদুল ইসলাম ও আহসান হোসেন মিলে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। তারা এখন জোরপূর্বক আমার বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরির পায়তারা করছেন।

আয়ুব হোসেন বলেন,ঘটনাটি আমরা জানার পর তাদের সঙ্গে বাকবিতন্ডা হয়। এ সময় তারা আমার ও আমার পরিবারের কয়েক জনকে মারপিট করেন। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। এতে করে ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়। এরপেক্ষিতে তারা গেল ০২/১২/২০২৪ তারিখে রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের বসত বাড়ি, রান্নাঘর, কবুতরঘর ভেঙ্গে দেন। কেটে দেন ফলজ ও বনজ গাছ-পাছালি।

এ সময় আমি কোটচাদপুর মডেল থানা ও তালসার পুলিশ ক্যাম্পে কল করা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনির কেউ কোন সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এরপর তারা আমাকে ঢিল দিয়ে আঘাত করেন। এতে আমি গুরুতর আহত হয়। পরে প্রাণভয়ে চিৎকার করে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর তারা আমাকে খুঁজে বেড়ায় এবং বলেন যেখানেই পাইবে আমাকে সেখানেই শেষ করে দেবে।

বর্তমানে আমার ও আমার পরিবারের মানুষের প্রাণ সংশয় রয়েছে। এ কারন কোন উপায় না দেখে আমি আপনাদের সহায়তা কামনা করছি। আপনারা আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সমাজের মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। সাথে সাথে সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন।

এ ব্যাপারে সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে মিটিং চলছিল। এ সময় মিটিং থাকা কিছু ছেলেরা এ কাজটি করেছেন। যা করা তাদের ঠিক হয়নি। তবে ওই ঘটনার পুরো দোষারোপ তারা আমাকে করছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,ঘটনাটি আমি শুনেছি। এ ছাড়া তারা ওই ঘটনা নিয়ে থানায় একটা অভিযোগ ও করেছেন। আমি বিষয়টি দেখার জন্য ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগটি পাঠিয়েছি।

কোটচাঁদপুরে কৃষকদলের সংবাদ সম্মেলন

কোটচাঁদপুর উপজেলার সদ্য গঠিত কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি বাতিল ও জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের সকল পদ থেকে অপসরনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন উপজেলা কৃষকদল। আজ রবিবার বিকেলে স্থানীয় পোস্ট অফিস মোড়ের একটি কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলন করেন দলটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস,জেলা বিএনপির সদস্য ও সাবেক উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর কামাল হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,গেল ০৬-১১-২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর প্রিজন ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শতশত নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বলেন, গেল ৫ই আগস্ট তারিখের পূর্বে যে সমস্ত নেতা-কর্মী হামলা মামলার শিকার হয়েছেন তাদেরকে কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষকদলের আহবায়ক কমিটিতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

তিনি আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে দিবেন তিনি সেই কমিটি অনুমোদন করবেন। অথচ তিনি তা না করে গেল ২৮-১১-২০২৪ তারিখে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সুপারিশবিহীন বিহীন শুধুমাত্র আহ্বায়কের স্বাক্ষরিত উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আহ্বায়ক কমিটির শীর্ষ পদে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের নামে ২০১৪ সাল হইতে একটি মামলাও হয়নি। এ ছাড়া ওই কমিটির আহ্বায়ক রফিকুল ইসলামের নামেও আওয়ামী দুঃশাসনের সময় কোন মামলা নাই বলে জানা গেছে। আর সদস্য সচিব আবুল কাসেম বাবু স্বৈরাচার সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ৮ গ্রামের ইক্ষু সমবায় সমিতির জমি নিজের নামে রেস্ট্রি করে নেন বলে জনশ্রুতি আছে।

তিনি আরো বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ আছে দলের অভ্যন্তরে কোন দুর্নীতিবাজ এবং সুবিধাবাদীদের ঠাঁই নাই।

অথচ জেলা আহবায়ক সজ্ঞানে জননেতা তারেক রহমানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে দলের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দুর্নীতিবাজ এবং বিশ্বাসঘাতক ওসমান আলীর জেলা কৃষক দলের আহবায়কের পদ থেকে অপসারণের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কোটচাঁদপুরে সদ্য গঠিত আহবায়ক কমিটি বাতিলেরও দাবি করছি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ জেলা কৃষক দলের আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাস বলেন, তারা আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা সম্পূন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আমরা দল করতে এসেছি কারোর কাছ থেকে টাকা নেবার জন্য নয়। দলের পিছনে টাকা খরচ করতে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্যেশে বলেন,আপনারা সমাজের দর্পন। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজ নেন আমি কেমন মানুষ। বিগত দিনে দলের পিছনে নিজের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছি তিনি আরো বলেন, আমি তো মূল দলের কেউ না। আমি সামান্য দলেন অঙ্গ সংগঠন করি। আমাকে মূল দলের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এখানে আমার একার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন যোগ্য নয়।

পরে দলের নেতা-কর্মীরা কোটচাঁদপুর পোস্ট অফিস মোড় থেকে কৃষক দলের ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক ওসমান আলী বিশ্বাসের দলীয় সকল পদ থেকে অপসারণ ও কোটচাঁদপুরের আহবায়ক কমিটি বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

জীবননগরে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগরে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের মুক্ত মঞ্চে সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলন ও প্রতিবাদ সভায় লিখিত বক্তব্য মোঃহিজবুল্লাহ বলেন, ইকতা এবং আমার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা, শাকিল, মুঞ্জিল, জাহিদ ও সজলের বিরুদ্ধে আজ বুধবার দৈনিক মাথাভাঙায় আমাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও মাস্তানি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখিত ঘটনার বিষয়ে আমরা বলতে চাই গত ১১-১১-২০২৪ রোজ সোমবার রাত ১০টার দিকে জীবননগর পৌর শহরের হাসপাতাল পাড়ার মোশারফ হোসেনের ছেলে লেলিনের কাছে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সে আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয় এবং মার মুখে আচরণ করে। পরবর্তীতে সেখানে জীবননগর পৌর শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের পুটু হোসেনের ছেলে বিদ্যুৎ চলে আসে এবং পুনরায় আমাদের ওপর মার মুখি আচরণ করে। পরবর্তীতে আমরা সেখান থেকে চলে আসি এছাড়াও প্রকাশিত সংবাদে সম্রাট অটোর সামনে টাকা ছিনতাই এবং ভ্যান থেকে যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট। এছাড়াও প্রকাশিত সংবাদে আমার রাজনৈতিক সহযোগিতা মুঞ্জিলের বিরুদ্ধে আনতো জেলা ঢাকাত দলের সদস্য হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় সেই সাথে মাগুরায় সে অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে এমন বিষয় উল্লেখ করা হয় যা সত্যিকার অর্থে কাল্পনিক ঘটনা। মঙঞ্জিলের বিরুদ্ধে সারা বাংলাদেশে কোন ডাকাতি বা অস্ত্রের সাথে সম্পর্কিত এরূপ কোন মামলা নাই। প্রকাশিত সংবাদ যেটি হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন।

বিশেষ করে জীবননগর উপজেলা বিএনপি’র সুনাম ক্ষুন্ন সহ জাতীয়তাবাদী বিএনপি’র সুনাম নষ্ট করার জন্য কিছু ব্যাক্তি এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর এবং হতাশাজনক।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের জাতীয়তাবাদী বিএনপি’র কান্ডারী মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্দেশে

আমরা জীবননগর উপজেলায় বিএনপিকে সুসংঘটিত সহ দিনরাত নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই সুনামকে নষ্ট করার জন্য একদল কুচক্রী মহল সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মোঃ ইকতা, হিজবুল্লাহ, শাকিল, মুঞ্জিল প্রমুখ।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ভাতিজার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন চাচার

বন্টনকরা মিমাংসিত জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার দুই চাচা আব্দুল হালিম ও মনিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (০৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হালিম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মৌজায় আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ২৯ শতকের মধ্যে ১২ শতক জমি ২০০৪ সালের ১৪ মে বণ্টননামা মূলে পেয়ে আমি ভোগ দখল করি এবং আমার অংশের ডোবা শ্রেণীর জমি আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে মাটি ভরাট করে পাকা একতলা বসত বাড়ী নির্মাণ করি। আমার ভাই মোঃ আব্দুল লতিব তার ছেলে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন, ছোট ছেলে আমির হাসান হিমেল (মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক) আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করে এবং আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমার অংশের মূল্য অনুমান ২০ বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে আমাকে নগদ অর্থ পরিশোধ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে আমাকে কোন অর্থ প্রদান করে নি, টাকা চাইতে গেলে খুন জখমের হুমকী দেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ভোগ দখলকৃত মেইন রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির সামনে ০৩ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে।

এমতাবস্থায়, আমার লতিব ও তার দুই ছেলে আমার অসহায়ত্বের সুযোগে গত ১২ অক্টোবর সকাল অনুমান ১০ টার দিকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন লোক মারফত হুমকী প্রদান করে এবং পরের দিন জায়গার উপর গাছ কেটে ফেলে আমাকেসহ আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে জমিটি জবরদখল করে নেয়। পরবর্তীতে আমরা আদালতের স্মরাণাপন্ন হয়। মামলা দায়ের করলে আদালত দখলকৃত জমির উপর ১৪৫ ধারা জারি করে স্থিতি অবস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর আব্দুল লতিব, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন সন্ত্রাস বাহিনী নিয়ে দখলকৃত জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে গেলে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন নিজে সহ তার নির্দেশে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল আমার স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারে এবং মাথার চুল ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে। এসময় আব্দুল হালিমের স্ত্রী রজিনার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল তাকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকেও মারধর করে গুরুত্বর আহত করে।